আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

৫ ডিসেম্বর ২০০৩

প্রতিদিনের যুদ্ধ, সংঘাত ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সংবাদ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রনাক্লিষ্ট মানুষের ভোগান্তি দেখেও সাহস না হারানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু মূলধারার বাইরেও সারা বিশ্বজুড়ে লক্ষাতীত উদার ব্যক্তি আছেন যারা সকল সময়ই যে কোন উপায়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকেন।

একক প্রচেষ্টা বা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অংশ হিসাবে তারা প্রবীণ, ব্যাধিগ্রস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করে থাকেন। তারা এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের দিকে অবিচারমূলক ঘৃণা বিমোচনে হাত বাড়িয়ে দেন। তারা শিশুদের পড়তে এবং প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কারিগরী দক্ষতার শিক্ষা দেন। এর পাশাপাশি তারা গৃহ নির্মান, নদী পরিচ্ছন্ন করণ, কূপ খনন, এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে থাকেন। মানবাধিকার সংরক্ষন, গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংঘাত নিরসন এবং শান্তি রক্ষার্থেও তারা সাহায্য করে থাকেন। দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনসাধারণের জন্য সাহায্য পৌছে দেয়া এবং প্রান্তিক গোষ্ঠিগুলোর চাহিদা শোনা এবং পরিপুরণের নিশ্চয়তাও দিয়ে থাকেন।

স্বেচ্ছাসেবীরা প্রশ্ন করেন না, ‘কেন স্বেচ্ছাসেবা?’ বরং তাদের প্রশ্ন ‘কখন, কোথায় এবং কিভাবে?’ এই নিবেদিত এবং সাহসী ব্যক্তিরা আরো উন্নত, সুন্দর এবং নিরাপদ বিশ্বের সন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যে কোন সময়ের চেয়ে স্বেচ্ছাসেবাকে সহজতর করে দিয়েছে। ক্রমাগতভাবে স্বেচ্ছাসেবীরা অন-লাইনের মাধ্যমে অদক্ষদের সাথে তাদের দক্ষতার আদান প্রদান করেন। তারা ওয়েব সাইট এবং ডাটা বেস তৈরী করেন, আইনী সহায়তা দিয়ে থাকেন, শিক্ষালয়ের জন্য পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেন এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক আকারে অন্যান্য কাজ করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নে একদল দক্ষ আইসিটি স্বেচ্ছাসেবক জাতিসংঘ তথ্য প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে জনগনকে ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাগুলো শেখাতে সাহায্য করেন।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবসে, আসুন আমরা স্বেচ্ছাসেবীদের সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের সামাজিক অবদান উপলব্ধি করি। আসুন আমরা গতমাসে পরলোকগত জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিখ্যাত কৃতিমান নির্বাহী সমন্বয়কারী শ্যারন ক্যাপলিং-আল কিজার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যত তুচ্ছই হোক না কেন- পার্থক্য গড়ে দেয় এমন প্রতিটি অবদানের কথাও আসুন আমরা স্মরণ করি।

** *** **